ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 086 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮৬ ● কলকাতা ● ১৫ চৈত্র, ১৪৩২ ● সোমবার ● ৩০ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 245

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শরীর আর বুদ্ধির স্তরে গুরুর কাছে শেখার মত কিছুই থাকে না। উল্টো গুরুর ব্যবহারিক জগতের আচার বিচারের, সামাজিক ব্যবহারের কোন জ্ঞান থাকে না। গুরুর আচরণও নেওয়ার মত নয়। তিনি আচরণও এরকম কিছু করেন না যে কেউ তাঁর আচরণ থেকে কোন জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে।

ক্রমশঃ

ভবানীপুর-নন্দীগ্রাম সহ ১৭০ থানার ওসিকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটের অছিলায় রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশের খোলনলচে পুরোপুরি বদলে দেওয়ার অভিযান শুরু করেছে 'বিজেপি বান্ধব' হিসাবে অভিযুক্ত জ্ঞানেশ কুমারের নির্বাচন কমিশন। রবিবার (২৯ মার্চ) ফের একদফা রদবদল করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা

এরপর ৬ পাতায়

এক দফাতেই ডিএ দেবে রাজ্য সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একদফাতেই রাজ্য সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তদের বকেয়া মহার্ঘভাতা মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। অর্থ দপ্তর থেকে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতার ১০০ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়া হবে ৩১ মার্চের মধ্যে। আগে জানানো হয়েছিল, ২০০৮ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সব বকেয়া মহার্ঘভাতা কয়েক দফায় মিটিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে ২০১৬-র জানুয়ারি থেকে থেকে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়া হবে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের প্রাপ্য অর্থ চলে যাবে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। বাকি সরকারি কর্মীদের বকেয়া প্রাপ্য তাঁদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। সেই অর্থ তাঁরা দু'বছর তুলতে পারবেন না। কিন্তু যদি দু'বছরের আগে কোনও কর্মী অবসর নেন, চাকরি ছেড়ে দেন, অথবা মৃত্যু হয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে টাকা তোলা যাবে। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রাপ্য অর্থ পেনশন অ্যাকাউন্টে সরাসরি চলে যাবে। পারিবারিক পেনশন প্রাপকরাও একই সুবিধে পাবেন।অর্থাৎ, চতুর্থ শ্রেণির কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত, এবং পারিবারিক পেনশন প্রাপকদের টাকা সরাসরি অ্যাকাউন্টে চলে যাবে।

বাকি কর্মীদের টাকা যাবে জিপিএফ অ্যাকাউন্টে। এর আগে নবান্ন থেকে জানানো হয়, ওই সময়ের বকেয়া মহার্ঘভাতা দু'দফায় দেওয়া হবে। প্রথম দফা দেওয়া হবে ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে। দ্বিতীয় দফা দেওয়া হবে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। কিন্তু এখন রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত, দু'দফায় নয়, একদফাতেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। শুক্রবার থেকে সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘভাতা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আর দু'দিনের মধ্যে সবাই পুরো টাকা পেয়ে যাবেন।

পাল্টানো দরকার' গানে নাচলেন প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজেশ কুমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্য জুড়ে জোর কদমে ভোটের প্রচার শুরু করেছে শাসক-বিরোধী উভয় দলের নেতারা। কে কাকে ভোট যুদ্ধের ময়দানে কীভাবে টেক্কা দেবে তা নিয়েই এখন চলছে লড়াই। রাজ্যের আমজনতার মন জিততে অভিনবভাবে প্রচার চালাচ্ছেন প্রার্থরা। কেউ বাড়ির বাসন মেজে দিচ্ছেন, তো কেউ আবার অসহায়কে সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন।রাজেশ কুমার চাকরি জীবনে রাজ্যের পুলিশ বিভাগে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন । অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে দীর্ঘদিন সামাল দিয়েছেন রাজ্যের সিআইডির দায়িত্ব। বেশ কিছুদিন কাজ করেছেন ডেপুটেশনে থেকে কেন্দ্রীয় সংস্থাতেও । সিআইডির দায়িত্বে থাকার সময় তাঁর অন্যতম সাফল্য রাজ্যে শিশু পাচার চক্রের মাথাদের গ্রেফতার। তাঁকেই এবার জগদ্দলের জন্য বাজি ধরেছে বিজেপি।এবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর দলীয় কর্মীদের সাথে পাল্টানো দরকার গানে নাচলেন জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। তিনি বলেন, প্রচারে জগদ্দলের যে প্রান্তেই যাচ্ছি মানুষের সাড়া মিলছে। এই সরকারকে পাল্টে দিতে তারা প্রস্তুত।

আসন্ন নির্বাচনে জগদ্দলে বিজেপি প্রার্থী করেছে প্রাক্তন এই পুলিশ কর্তাকে। তিনি বলেছেন, বিধানসভায় একুশের ভোট পরবর্তী হিংসায় নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হবে। জগদ্দল বরাবর অপরাধমূলক কর্মকান্ডের জন্য চর্চায় থাকে। প্রার্থী হওয়ার পরেই জগদ্দলে পা দিয়ে বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার জানিয়েছিলেন তিনি জানেন কীভাবে দুষ্কৃতী রাজ দমন করতে হয়। এমনকি এই কেন্দ্রে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে বলেন, তিনি জয়লাভ করবেন এবং রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠিত হবে।

প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করল কংগ্রেস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটগ্রহণের আর মাসখানেক বাকি। এখনও কেন কংগ্রেস তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করছে না, এই নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। অবশেষে শুক্রবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বৈঠকের পর জানিয়ে দেওয়া হল, ২৮৬টি আসনে প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বাকি ৮টি আসনে প্রার্থীদের নাম নিয়ে আলোচনা চলছে।অধীর চৌধুরী এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন বলে বেশ কয়েকদিন ধরেই জল্পনা ছড়িয়েছে। এমনকি, বহরমপুরে তাঁর নামে দেওয়াল লিখনও শুরু করে দিয়েছেন কংগ্রেস কর্মীরা। অধীর চৌধুরীর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নিয়ে প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি কিছু বললেন না গোলাম আহমেদ মীর। তিনি জানালেন, বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের বর্ষীয়ান প্রায় সব কংগ্রেস নেতাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ফলে অধীরের প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনা আরও বাড়ল। অধীররঞ্জন চৌধুরীর মতো বর্ষীয়ান নেতারা এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন বলেই ইঙ্গিত দিলেন বাংলায় কংগ্রেসের বাংলায় এআইসিসি-র দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা গুলাম আহমেদ মীর। ২০১১ সালে তৃণমূলের সঙ্গে জোট গড়ে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসানে গুরুত্বপূর্ণ

এরপর ৩ পাতায়

চিরঘুমের দেশে 'চিরদিনই তুমি যে আমার'-এর নায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলা চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেই। দিঘায় শ্যুটিং চলছিল। স্টার জলসার ধারাবাহিক 'ভোলে বাবা পার করেগা'তে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাচ্ছিল তাঁকে। জানা গেছে, তালসারিতে সমুদ্রে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান রাহুল।মঞ্চ, সিনেমা, টেলিভিশন—সব মাধ্যমেই সমান সাবলীল এই অভিনেতা তাঁর অভিনয়, সংবেদনশীলতা এবং নিষ্ঠার জন্য চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তার পর ইদানীং সহজ কথা নামে একটি পডকাস্ট সিরিজ শুরু করেছিলেন। তাও তাঁর উপস্থাপন শৈলীতে খুব কম সময়েই বিপুল জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলা বিনোদন জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হল।তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে টলিউড থেকে থিয়েটার জগতে।

১৯৮৩ সালের ১৬ অক্টোবর জন্ম রাহুলের। একেবারে শিল্পী পরিবারে বেড়ে ওঠা—তাঁর বাবা বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 'বিজয়গড় আত্মপ্রকাশ' নাট্যদলের পরিচালক। সেই সূত্রেই মাত্র তিন বছর বয়সে মঞ্চে প্রথম পা রাখা। 'রাজ দর্শন' নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শুরু, আর তারপর দীর্ঘ পথচলায় প্রায় ৪৫০টিরও বেশি নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেছেন তিনি—যা তাঁর শিল্পীসত্তার গভীরতা ও নিষ্ঠার প্রমাণ।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হয় চিরদিনই তুমি যে আমার ছবির মধ্যে দিয়ে। পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। ছবিটি বক্স অফিসে বিপুল সাফল্য পায় এবং রাহুলকে রাতারাতি তারকা করে তোলে। এই ছবির জন্য সেরা অভিনেতার সম্মানও পেয়েছিলেন রাহুল।

পরবর্তী সময়ে তিনি 'লাভ সার্কাস', 'শোনো মন বলি তোমায়', 'পতি পরমেশ্বর', 'চতুষ্কোণ', 'ব্যোমকেশ ফিরে এল' সহ বহু ছবিতে অভিনয় করে নিজস্ব জায়গা তৈরি করেন। অভিনয়ের বৈচিত্র্য ছিল তাঁর অন্যতম শক্তি—বাণিজ্যিক থেকে বিষয়ভিত্তিক, সব ধারাতেই তিনি সাবলীল।

ছোটপর্দায় তাঁর আত্মপ্রকাশ 'খেলা' ধারাবাহিকে। পরে 'তুমি আসবে বলে', 'দেশের মাটি', 'লালকুঠি', 'হরগৌরী পাইস হোটেল'-এর মতো জনপ্রিয় সিরিয়ালে অভিনয় করে দর্শকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যান।

ওয়েব সিরিজেও তিনি ছিলেন সমান সক্রিয়—'কালি', 'পাপ', 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি', 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল'-এর মতো প্রজেক্টে তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছে।

সহ-অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কের পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রাহুল। তাঁদের এক পুত্র রয়েছে। নাম সহজ। ২০১৭ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হলেও ২০২৩ সালে আবার একত্রে থাকতে শুরু করেন তাঁরা—যা তাঁদের সম্পর্কেরও এক নতুন অধ্যায় ছিল।

দুই বাইকে সাত জন আরহি সহ রাস্তার পাশের গাছে ধাক্কা মারে ও মৃত দুই আহত আরো চারজন

সমতুল নস্কর, কুলতলী সুন্দরবন
দঃ ২৪ পরগনা

গত কাল ২৯ শে মার্চ রবিবার দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলী ব্লকের দেউলবাড়ী দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কাঁটামারী গ্রামের, হাসপাতাল পাড়ার ৭ জন যুবক দুটি বাইকে করে তিনজন মোরগ লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দুর্গাপুরে যাওয়ার পথে ও বিক্রম,মনজিৎ রা চারজন বল খেলা করতে দুটি বাইক এক সাথে যাচ্ছিল । কাঁটামারী হাসপাতাল রোডে অনিল গায়েনের বাড়ির সামনে, অনিল গায়েনের ছেলে সুজিৎ তার নিজের বাইকটি রাস্তার পাশে রেখেছিল,প্রথম বাইক টি রাস্তার পাশে থাকা সুরজিৎএর গাড়ী পাশ কাটাতে গিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে

এরপর ৪ পাতায়

(২ পাতার পর)

প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করল কংগ্রেস

ভূমিকা নিয়েছিল কংগ্রেস। আবার ২০১৬ এবং ২০২১ সালের নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে কংগ্রেস হাত মিলিয়েছিল। এবার অবশ্য আগেই কংগ্রেস জানিয়ে দেয়, তারা ২৯৪টি আসনে একাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিন্তু, প্রার্থী তালিকা ঘোষণা না করায় নানা জল্পনা বাড়তে থাকে।

যেখানে অন্য দলগুলির প্রার্থীরা প্রচার শুরু করে দিয়েছেন, সেখানে কংগ্রেস তালিকা ঘোষণা না করায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। অবশেষে শনিবার বাংলায় দলের প্রার্থী তালিকা নিয়ে নয়াদিল্লিতে বৈঠকে বসে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। সেখানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ও প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। সেই বৈঠক শেষে অধীর ও শুভঙ্করকে পাশে নিয়ে বাংলার দায়িত্বপ্রাপ্ত কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমেদ মীর সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা বাংলায় ২৯৪টি আসনেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তার জন্য ২৫০০ হাজার আবেদন আমরা পেয়েছি।

এদিন CEC-র বৈঠকে প্রার্থী তালিকা নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে ৮টি আসন বাদে বাকি আসনগুলিতে প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বাকি ওই আসনগুলি নিয়ে প্রার্থীদের নাম ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই চূড়ান্ত হয়ে যাবে।" তিনি জানান, শনিবার রাতে কিংবা রবিবার সকালে এআইসিসি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবে। পুরো শক্তি নিয়ে তাঁরা বাংলায় লড়াই করবেন বলে গুলাম আহমেদ মীর জানান।

সম্পাদকীয়

নন্দীগ্রাম-সহ রাজ্যের ৮৩ জন বিডিও একযোগে বদলি

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট বেজে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্য প্রশাসনে একের পর এক রদবদল ঘটিয়ে চলেছে নির্বাচন কমিশন। আজ সেই তালিকায় যোগ হলো এক নতুন অধ্যায়। রবিবার এক ধাক্কায় রাজ্যের ৮৩টি ব্লকের বিডিও এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের বদলির নির্দেশ জারি করল কমিশন। বিশেষত নন্দীগ্রামের মতো হাই-প্রোফাইল কেন্দ্র-সহ একাধিক সংবেদনশীল ব্লকের বিডিও-দের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় রাজ্যে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে ব্লকের প্রশাসনিক প্রধান তথা বিডিও-দের বদলি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, ভোট পরিচালনা এবং নির্বাচনের সরঞ্জাম বণ্টনের ক্ষেত্রে বিডিও-দের ভূমিকা থাকে অপরিসীম। বিরোধীরা কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেও, শাসক শিবিরের একাংশ একে 'অতিসক্রিয়তা' বলে মনে করছে। তবে কমিশনের সাফ কথা, নির্বাচনের পবিত্রতা বজায় রাখতে তারা যে কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে পিছপা হবে না।কমিশন সূত্রে খবর, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতেই এই বিশাল রদবদল। এর আগে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং ডিজিপি-র মতো শীর্ষ পদে রদবদল করা হয়েছিল। গত বৃহস্পতিবার রাতেও ১৪টি বিধানসভা আসনের রিটার্নিং অফিসারকে বদল করা হয়েছিল। তারপর রবিবারের এই সিদ্ধান্ত রাজ্য প্রশাসনের নীচুতলার কাঠামোয় বড় প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, যে সব আধিকারিকরা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি একই জায়গায় ছিলেন বা যাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ছিল, তাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরানো হয়েছে।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একুশতম পর্ব)

অনেকেই ছিলেন, যাঁদের উদ্বাস্ত হবার আগে বাড়ি ছিল নিকটবর্তী বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। তারপর কি হয়েছিল সেই দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি হয়ত অনেকের জানা আছে। আজ এসব সুন্দরবনের ইতিহাস, এই মরিচঝাঁপি এখনও মানুষের তেমনভাবে বসত গড়ে ওঠেনি। মরিচ ঝাঁপির ইতিহাসে রক্তে ছাপ আজও মুছে যায়নি ইতিহাসের পাতা থেকে। এই মরিচঝাঁপি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এক বৃদ্ধা, তিনি আজ এই পৃথিবীতে নেই। তিনি আমঝাড়া হাটখোলাতে বসবাস করতেন অঞ্জলি সরকার। বনবিবি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

দুই বাইকে সাত জন আরহি সহ রাস্তার পাশের গাছে ধাক্কা মারে ও মৃত দুই আহত আরো চারজন

আছড়ে পড়ে ও পরের বাইকের চালক তাল সামলাতে না পেরে রাস্তার পাশে নেমে গিয়ে অনিল গায়েনের কাঁটা গাছের ভিতর থেকে গিয়ে খিরিজ গাছে জোর ধাক্কা মারে । সাথে সাথে গাড়ীর চালক যুবক বিক্রম সরদার পিতা-বিপুল বয়স 18 মৃত্যু হয় । ওই গাড়ী পিছনে বসা পরিতোষ সরদার পিতা-শ্যামল ও অন্যরা গুরুতর আহত হয় ও কুলতলী জয়নগর রুরাল হাসপাতাল জামতলাতে ভর্তি করলে বিক্রম কে মৃত ঘোষনা করেন, সাথে সাথে পরিতোষ সরদার কে গুরুত্বর আশংঙ্কা জনক অবস্থায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পথে পরিতোষের মৃত্যু হয় ।এবং বাকীদের জামতলা হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করেন। ওই বাইক দুটি ৭০ ৮০ কিলোমিটার গতিতে চলছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শী বালক হালদার আমাদের প্রতিনিধি কে জানালেন।আরো আরহি মনজিৎ সরদার,পিতা-অরবিন্দ, প্রভাষ সরদার ,সত্যেন সরদার পিতা-বাদল সবাইয়ের বয়স ১৮ থেকে ২১ এর মধ্যে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ম্যাকে আরও মন্তব্য করেছেন, নারী-মূর্তিকার গায়ে এ-জাতীয় ধর্মানুষ্ঠানগত সিঁদুর-রঙ মাখাবার দৃষ্টান্ত শুধু মাত্র প্রাচীন ও আধুনিক ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মিশর, সাইপ্রাস, মালটা এবং ডানিউব সংস্কৃতির কেন্দ্রেও একই প্রথার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

চার্জশিট' প্রকাশের মঞ্চে তিন বার এল শুভেন্দুর কথা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিজেপি কর্মী নির্বাচনী হিংসার বলি হয়েছেন। গত জানুয়ারি মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন।'বিজেপি সূত্রের খবর, এ বারের প্রার্থিতালিকাতেও শুভেন্দুর প্রভাব অন্য দুই প্রথম সারির নেতার (শমীক, সুকান্ত) চেয়ে বেশি। শতাধিক আসনে প্রার্থীর নাম শুভেন্দুর সুপারিশ বা দাবি মেনেই চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে রাজ্য বিজেপির একাধিক সূত্রের দাবি। ভূপেন্দ্র যাদব বা সুনীল বনসলদের মতো যে কেন্দ্রীয় নেতারা দিল্লির প্রতিনিধি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সামলাচ্ছেন, তাঁদের কাছে সে বিষয়ে শাহের 'স্পষ্ট বার্তা' ছিল বলেও কারও কারও দাবি।

গত পাঁচ-সাত বছরে প্রায় কোনও রাজ্যেই 'মুখ্যমন্ত্রীর মুখ' ঘোষণা করে বিজেপি ভোটে যাচ্ছে না। জয় পেলে ভোটের পরে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে ভোট ঘোষণার পরে পশ্চিমবঙ্গে শাহের প্রথম কর্মসূচিতেই শুভেন্দুর নাম যে 'বিশেষ উল্লেখ' পেল, তা 'বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ' বলে বিজেপি-তেই অনেকের অভিমত।আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন না। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হওয়ার পর প্রথম বার পশ্চিমবঙ্গে এসে অমিত শাহ যে বার্তা দিলেন, তাতে এ বারের ভোট ময়দানে বিজেপির 'প্রধান মুখ' হিসাবে শুভেন্দু অধিকারীর গুরুত্ব সম্ভবত স্পষ্ট হয়ে গেল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৫ বছরের শাসনকাল সম্পর্কে 'চার্জশিট' প্রকাশ করতে গিয়ে তিন বার শুভেন্দু অধিকারীর 'গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন বিজেপির অন্যতম সর্বোচ্চ নেতা। এমনকি, 'চার্জশিট' তথা অভিযোগপত্রেও শুভেন্দুর উপরে 'তৃণমূলের হামলা'র

কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হল। দল ক্ষমতায় এলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা বিজেপি এখন ঘোষণা করবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কোন নেতাকে আপাতত সবচেয়ে 'ওজনদার' মনে করা হচ্ছে, তা বুঝিয়ে দিতেও শাহ দ্বিধা করলেন না বলে অনেকে মনে করছেন।

শনিবার যে 'চার্জশিট' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন, তাকে বিজেপির তরফ থেকে 'জনতার চার্জশিট' নাম দেওয়া হয়েছে। ১৫টি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে মমতার ১৫ বছরের রাজত্বকালকে আক্রমণ করা হয়েছে। অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি, অরাজকতা এবং অপশাসন, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, গণতন্ত্রে আঘাত, নারীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, শিল্পের শ্মশান, অবহেলিত কৃষি, স্বাস্থ্য পরিষেবায় উদাসীনতা, শিক্ষার অবনতি, আক্রান্ত সংস্কৃতি, চা শিল্পে অবহেলা, উত্তরবঙ্গের প্রতি বঞ্চনা, সিন্ডিকেটের মুক্তাঞ্চল রাঢ়বঙ্গ, জরাজীর্ণ কলকাতা মহানগর— এমন নানা শীর্ষকে আলাদা আলাদা অধ্যায় রয়েছে মলাট-সহ ৪০ পৃষ্ঠার 'চার্জশিট'-এ। শাহ সে পুস্তিকার আনুষ্ঠানিক উন্মোচনের পরে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোলা বিভিন্ন অভিযোগ উদাহরণ-সহ পড়ে শোনান। বিজেপির 'চার্জশিট'-এ 'গণতন্ত্রের উপরে আঘাত' নামক অধ্যায়টিতে শুভেন্দুর উপরে 'হামলা'র কথা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, '২০১৬ থেকে ৩০০ জন বিজেপি কর্মী নির্বাচনী হিংসার বলি হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসে পশ্চিম মেদিনীপুরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল কর্মীদের হাতে আক্রান্ত হন।'

শাহ নিজে যখন পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা ব্যাখ্যা করছিলেন, তখনও তিনি শুভেন্দুর উপর 'হামলা'র কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ''আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পতন ঘটে গিয়েছে। ৩০০-র বেশি রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর উপর পশ্চিম মেদিনীপুরে হামলা করা হয়েছে। আমাদের তৎকালীন সভাপতি জেপি নড্ডার গাড়ির উপরেও হামলা করা হয়েছে।' রাজনৈতিক হিংসার মুখে রাজ্য বিজেপির প্রথম সারিতে থাকা অন্য কয়েক জন নেতাও বিভিন্ন সময়ে পড়েছেন। তাঁদের কথা আলাদা করে 'চার্জশিট'-এ উল্লেখ করা হয়নি বা শাহের মুখেও শোনা যায়নি। তাই রাজ্য বিজেপির একাংশের মতে, শাহের কথায় এবং 'চার্জশিট'-এর পাতায় শুভেন্দুর উপরে 'হামলা'-র বিশেষ উল্লেখ শুভেন্দুর 'বিশেষ গুরুত্ব' বুঝিয়ে দিয়েছে।

শাহের মঞ্চে শুভেন্দু ছাড়াও ছিলেন রাজ্য বিজেপির প্রথম সারির আরও দুই নেতা শমীক ভট্টাচার্য এবং সুকান্ত মজুমদার। নিজের বক্তব্যের শুরুতে শাহ 'রাজ্য সভাপতির ভূমিকা' একবার উল্লেখ করেন। কিন্তু নাম উচ্চারণ করেননি। বলেন, ''আমাদের দলের প্রত্যেক কর্মী রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার তৈরির লক্ষ্যে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নির্বাচনের ময়দানে নেমেছেন।'' তার পরেই শুভেন্দু-প্রসঙ্গ। শাহের কথায়, ''রাজ্যে চলতে থাকা অব্যবস্থা, অরাজকতা, বেহাল আর্থিক অবস্থা আর অনুপ্রবেশের সঙ্কটের কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচনের আগেই পুরো পশ্চিমবঙ্গ সফর করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।''

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ধীরে ধীরে কী ভাবে ভোট বাড়িয়েছে, সে হিসাব দিতে গিয়ে শাহ আবার শুভেন্দুর নাম নেন। ২০১৬ সালের নির্বাচনে ১০ শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি ২০২১ সালে কী ভাবে ৩৮ শতাংশে পৌঁছেছিল, সে হিসাবও মনে করিয়েছেন শাহ। সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''৭৭ আসন নিয়ে শুভেন্দুজি আমাদের বিধায়ক দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।''

অতএব, শাহের 'চার্জশিট' প্রকাশ কর্মসূচি শেষ হতেই শুভেন্দুর গুরুত্ব 'বৃদ্ধি' সম্পর্কে বিজেপির ভিতরে-বাইরে আলোচনা শুরু হয়ে যায়। এ বারের নির্বাচনে টিকিট পেয়েছেন, এমন এক পুরনো নেতার ব্যাখ্যা, ''শুভেন্দু অধিকারীকে যখন নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুরেও টিকিট দেওয়া হয়েছে, তখনই স্পষ্ট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক ওজন কতটা।'' ওই নেতার কথায়, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক ইঞ্চি জমিও বিনা যুদ্ধে ছাড়া হবে না— এই হল দলের বার্তা। আর সেই বার্তার রূপায়ণ ঘটাতে গিয়ে যদি দল শুভেন্দুকে মমতার বিরুদ্ধে প্রার্থী করে, তা হলে বুঝতে হবে, শুভেন্দুর চেয়ে ওজনদার প্রার্থী কেউ হতে পারেন বলে দল মনে করছে না।''

সোমবারই নন্দীগ্রাম আসনের মনোনয়ন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুভেন্দু নিজেই চেয়েছিলেন ভবানীপুরের প্রার্থী হতে। দলের কাছে সে কথা নিজেই জানান তিনি। তবে দল শুভেন্দুকে নন্দীগ্রাম থেকে সরাতে চায়নি। তাই নন্দীগ্রামে তাঁকে রেখেই ভবানীপুরেরও টিকিট দেওয়া হয়েছে।মুরলীধর সেন লেনের দফতর থেকে প্রতীক সংগ্রহ করে শুভেন্দু ফের পৌঁছে যান ভবানীপুরে। বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করেছেন তিনি। সোমবার হলদিয়ায় তিনি নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মনোনয়ন জমা দেবেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে থাকবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। থাকবেন প্রাক্তন সাংসদ তথা এ বার খড়্গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ এবং উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী জেপিএস রাঠৌরও। এ ছাড়া মহিষাদল এবং হলদিয়ার বিজেপি প্রার্থীরাও থাকবেন শুভেন্দুর মনোনয়ন জমা পর্বে। শুভেন্দু জানান, আগামিকাল জমা দেওয়া নির্বাচনী হলফনামায় তাঁর বিরুদ্ধে ৩২টি এফআইআরের কথা উল্লেখ থাকবে। এই সবগুলিই ২০২১ সালের ভোটের গণনার পরে রুজু হয়েছে বলে জানান বিরোধী দলনেতা।রবিবার বিকেলে বিজেপির মুরলীধর সেন লেনের দফতরে শমীক ভট্টাচার্য এবং শুভেন্দু অধিকারী। — নিজস্ব চিত্র।

মনোনয়নের জন্য শুভেন্দু অধিকারীর হাতে দলীয় প্রতীক তুলে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর— দুই বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনয়নের জন্যই রবিবার দলীয় প্রতীক সংগ্রহ করেন তিনি। নন্দীগ্রাম আসনের জন্য সোমবারই মনোনয়নপত্র জমা দেবেন শুভেন্দু। সেখানে তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে থাকবেন দিলীপ ঘোষও।

সল্টলেকের দফতর নয়, বিজেপির মুরলীধর সেন লেনের দফতর থেকে এই প্রতীক তুলে দেওয়া হয় শুভেন্দুর হাতে। সাংবাদিক বৈঠক ডেকে এই প্রতীক তুলে দেওয়া হয় বিধানসভার বিরোধী দলনেতার হাতে। সাংবাদিক বৈঠক চলাকালীনই রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী প্রতীক সংক্রান্ত নথি বার করে শমীকের হাতে দেন। তার পরে সেই নথিতে সই করে তা শুভেন্দুর হাতে তুলে দেন তিনি। প্রথমে নন্দীগ্রামের। তার পরে ভবানীপুরের।

প্রতীক তুলে দেওয়ার সময়ে শমীক জানান, শুভেন্দু নিজেই চেয়েছিলেন ভবানীপুরের প্রার্থী হতে। দলের কাছে সে কথা নিজেই জানান তিনি। তবে দল শুভেন্দুকে নন্দীগ্রাম থেকে সরাতে চায়নি। তাই নন্দীগ্রামে তাঁকে রেখেই ভবানীপুরেরও টিকিট দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বার বার দলকে বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। নন্দীগ্রামের মানুষ তাঁর উপরে ভরসা রেখেছে, আস্থা রেখেছে। ঠিক ছিল তিনি সেখান থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তিনি সেখান থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সরাসরি তৃণমূলকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ভবানীপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন।'

মুরলীধর সেন লেনে রাজ্য বিজেপির দফতরের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে শমীক বলেন, 'আজ তিনি (শুভেন্দু) এখানে এসেছেন দলের প্রতীক নিতে। দলের প্রতীক তিনি এই অফিস থেকে নিয়ে যাবেন। আমাদের আত্মা, আমাদের প্রাণ এই অফিস।' প্রতীক সংক্রান্ত নথি গ্রহণের পরে শুভেন্দুও বলেন, 'শমীক ভট্টাচার্য আমাকে প্রতীক দিয়ে গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন। নন্দীগ্রামে মার্জিন বাড়িয়ে ভবানীপুরে হারাতে হবে। আমি শৃঙ্খলাপরায়ণ দলীয় কর্মী। বিজেপি পরিবার আমার উপর যে দায়িত্ব এবং বিশ্বাস রেখেছেন, তার মর্যাদা রাখার আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করে নন্দীগ্রামের বিধায়ক হন শুভেন্দু। এ বারের ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূলের প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে প্রার্থিতালিকা ঘোষণার আগে থেকেই বিস্তর জল্পনা চলছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়া পবিত্র করকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। প্রার্থিতালিকা ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যান তিনি। নন্দীগ্রামে তৃণমূলের প্রার্থিবাছাই ঘিরেও খোঁচা দিয়েছেন শমীক।

বিজেপির রাজ্য সভাপতির কথায়, 'আমরা শুনেছিলাম অনেক রথী-মহারথীরা নাকি গত বারের ক্ষতে প্রলেপ লাগানোর জন্য নন্দীগ্রামের নির্বাচনে লড়াই করতে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বিজেপির থেকে প্রায় এক বছরের সম্পর্ক ছিন্ন এক জন কর্মীকে সেখানে নির্বাচনে দাঁড় করানো হয়েছে। যাই হোক, বাইরের প্লেয়ার নিয়ে খেলবেন।'

(১ম পাতার পর)

ভবানীপুর-নন্দীগ্রাম সহ ১৭০ থানার ওসিকে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী কেন্দ্র ভবানীপুর ও নন্দীগ্রামের ওসিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।এদিন রাতে ফের এক দফা রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনে রদবদলে মোট ১৭০টি থানার ওসি বদল হয়েছে। তার মধ্যে কলকাতার ভবানীপুর, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থানা যেমন রয়েছে, তেমনই আছে কোচবিহারের শীতলকুচির মতো থানা। নন্দীগ্রাম থানার ওসি করা হয়েছে শুভব্রত নাথকে। আগে তিনি চন্দননগর থানায় কর্মরত ছিলেন। পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি, খেজুরি, চণ্ডীপুর, হলদিয়া, কোলাঘাট, তমলুক, এগরা, পটাশপুরের মতো থানাতেও ওসি বদল হয়েছে। কয়েকদিন আগেই ভবানীপুর থানায় ঢুকে পুলিশকে রীতিমতো শাসানি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই শাসানির পরেই বিরোধী দলনেতাকে খুশি করতে ওসিকে সরিয়ে দিল জ্ঞানেশ।

শুধু ওই দুই কেন্দ্র নয়, মোট ১৭০টি থানার ওসিকে সরানো হয়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপির দাবি মেনেই ১৭০ থানার ওসিকে সরানো হয়েছে। নতুন ওসি হিসাবে বসানো হয়েছে 'গেরুয়া ঘনিষ্ঠদের।'

ভোটের নির্ঘন্ট ঘোষণার কয়েক ঘন্টা বাদে গভীর রাতে রাজ্যের মুখ্যসাচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও স্বরাষ্ট্র সচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকে বদলির মাধ্যমেই রাজ্যে প্রশাসনিক রদবদল শুরু করেছিল কমিশন। এর পরে রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পাণ্ডে, কলকাতা পুলিশের কমিশনার সুপ্রতিম সরকার-সহ রাজ্যের একাধিক এডিজি,আইজি ও ডিআইজিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকটি জেলার পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়। পাশাপাশি একাধিক জেলার জেলাশাসক ও রিটার্নিং অফিসারকেও হটানো হয়।

সিনেমার খবর

নোরা ফাতেহির নাচ-গান নিয়ে কঙ্গনার বিস্ফোরক মন্তব্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছে 'কেডি: দ্য ডেভিল' সিনেমার একটি গান। গানটি ঘিরে তুমুল সমালোচনার মধ্যেই এবার মুখ খুলেছেন অভিনেত্রী ও বিজেপির সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাউত। সরাসরি আক্রমণ করেছেন পুরো বলিউড ইন্ডাস্ট্রিকে।

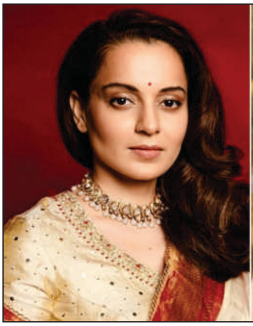

সম্প্রতি প্রকাশিত 'সরসে নিন্না সেরাগা সরসে' (হিন্দি সংস্করণ 'সরকে চুনর তেরি সরকে') গানটিতে পারফর্ম করেছেন নোরা ফাতেহি। তবে মুক্তির পরপরই গানটি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় সমালোচনার ঝড়। দর্শকদের একাংশের অভিযোগ, গানের কথা ও উপস্থাপনা 'অশ্লীল' ও 'যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ'।

এই প্রসঙ্গে কঙ্গনা রানাউত বলেন, 'অশ্লীলতা আর নজর কাড়ার প্রতিযোগিতায় বলিউড সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। গোটা দেশ নিন্দা করছে, কিন্তু তাতেও তাদের লজ্জা নেই।'' শুধু সমালোচনা নয়, কঠোর অবস্থানও জানিয়েছেন তিনি। কঙ্গনার দাবি, "এই ধরনের কনটেন্টের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি। বলিউডে কঠোর নিয়ম থাকা উচিত।'

গানটি ইউটিউবে মুক্তির পরই নেটিজেনদের বড় একটি অংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অনেকেই গানটিকে 'কুরুচিপূর্ণ' ও 'গ্রহণযোগ্য নয়' বলে মন্তব্য করেন। সমালোচনার চাপ বাড়তে থাকলে শেষ পর্যন্ত নির্মাতারা গানটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে নেন।

এদিকে বিষয়টি গড়িয়েছে সরকারি পর্যায়েও। অভিযোগের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্মাতাদের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। গানে ব্যবহৃত ভাষা ও উপস্থাপনাকে 'আপত্তিকর' বলেও উল্লেখ করা হয়েছে।

'কেডি: দ্য ডেভিল' একটি কন্নড় পিরিয়ড ড্রামা, যার পরিচালনায় রয়েছেন প্রেম। সিনেমায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ধ্রুব সরজা ও সঞ্জয় দত্ত। সব মিলিয়ে একটি গানকে ঘিরে তৈরি হওয়া এই বিতর্ক এখন বলিউডের কনটেন্ট ও সীমারেখা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে।

বড় বাজেটে রোমান্টিক সিনেমায় শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান আবার রোম্যান্টিক চরিত্রে পর্দায় ফিরতে চলেছেন। দীর্ঘ এক দশকের পর ভক্তরা তার সেই চেনা প্রেমিক অবতারের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, যা এবার মেগাবাজেট প্রজেক্টের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'কিং' সিনেমার কাজ শেষ করে শাহরুখ এবার সম্পূর্ণ রোম্যান্টিক চিত্রনাট্যের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। নতুন সিনেমাটি তার ক্যারিয়ারের ব্লকবাস্টার 'ম্যায় হুঁ না'-র ধাঁচে তৈরি হতে পারে এবং

সিক্যুয়েল হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

শাহরুখ ইতোমধ্যেই লেখক ও পরিচালক দলের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু ও সফল নির্মাতা ফারহা খান এই প্রজেক্ট পরিচালনা করতে পারেন। টানা অ্যাকশন সিনেমার শুটিংয়ে চোটপাটের কারণে চিকিৎসকরা বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। তাই এবার রোম্যান্টিক ঘরানায় ফিরে শরীরের ওপর চাপ কমানোই মূল লক্ষ্য।

নতুন সিনেমা কেবল সাধারণ প্রেমের গল্প নয়, বরং পরিণত বয়সের বাস্তবধর্মী রোম্যান্স প্রদর্শন করবে। মেগাবাজেট প্রজেক্টে শাহরুখকে দ্বৈত চরিত্রে দেখা যেতে পারে।

চিত্রনাট্য বর্তমানে শেষ পর্যায়ে, সব ঠিক থাকলে জুন ২০২৬-এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসতে পারে। শুটিং শুরু হতে পারে ২০২৭ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি।

আগেই আভাস পেয়েছিলাম: কাঞ্চন মল্লিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাঁচ বছর আগে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে টালিউড অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে টিকিট দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। নির্বাচনে জিতে বিধায়কের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অভিনেতা।

বিধায়ক পদের মেয়াদ শেষ হবে আগামী মে মাসে। সেদিক থেকে কাঞ্চন এখনো উত্তরপাড়ার তৃণমূলের সংসদ সদস্য। কিন্তু আগামী পাঁচ বছরের জন্য কেন সেই কাঞ্চন মল্লিকের ওপর ভরসা রাখতে পারল না দল?—এমন প্রশ্ন মল্লিক ভক্ত-অনুরাগীদের। যদিও সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে জল্পনা আগেই ছিল। সেই জল্পনায় সিলমোহর পড়ল মঙ্গলবার (১৭ মার্চ)। বিধানসভায় টিকিট পেলেন না অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক।

অভিনেতার পরিবর্তে এবার উত্তরপাড়া থেকে তৃণমূল টিকিট পেয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানা গেছে, স্থানীয় নেতা কাউন্সিলর ক্ষুব্ধ কাঞ্চনের ওপর। বিরোধীরা কটাক্ষ করেন, বিধায়ককে বিধানসভায় দেখা আর ডুমুরের ফুল দেখার মতো সমান। ঠিক সে কারণেই কি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল?

একটি গণমাধ্যমের সাক্ষাৎকারে এমন প্রশ্ন করলে কাঞ্চন মল্লিক বলেন, আমাকে তো আগেই বলা হয়েছিল। আমি আগেই আভাস পেয়েছিলাম। তা ছাড়া আমার সঙ্গে শীর্ষ নেতৃত্বের কথাও হয়েছে। পুরোপুরি দলীয় সিদ্ধান্ত। পাঁচ বছর বিধায়ক হিসাবে কাজ করেছি। বিধায়ক হিসাবে না থাকলেও দলের কর্মী হিসেবে দিদির পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব।

কাঞ্চনের সঙ্গে দলের যে একটা প্রচ্ছন্ন দূরত্ব তৈরি হয়েছে, সেটি বোঝা গিয়েছিল সাম্প্রতিক অতীতের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি ঘটনায়। দলীয় অনেক কর্মসূচিতেই সেভাবে দেখা যেত না অভিনেতাকে। ঠিক যেমন অভিযোগ ছিল, নিজের কেন্দ্রেই তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। যদিও অভিনেতার দাবি, তাকে উত্তরপাড়ায় 'দেখা যায় না'—এমন কেউ বা কারা প্রচার করতে চাইছেন। তবে আখেরে লাভ হবে না।

বিরোধী নেতাদের অভিযোগ, উত্তরপাড়ার মানুষের সমস্যা সমাধানে গত চার বছরে বিধায়কের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল। বৃষ্টিতে পানি জমার সমস্যা অনেক দিনের।

কাঁঠালবাগান এলাকায় একটা 'আন্ডারপাস' বা 'ওভারব্রিজ'-এর দাবি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্যই নাকি কাঞ্চন করেননি। সব দেখেশুনেই কি দল কাঞ্চনকে টিকিট না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল? উত্তরটা অবশ্য আড়ালেই থেকে গেল।

রানবন্যার ম্যাচে জয় দিয়ে কোহলিদের আইপিএল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নতুন মৌসুমের আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে রানের বন্যা বইয়ে দারুণ জয় পেয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে। এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নেমে হায়দরাবাদ তোলে ২০১ রান। জবাবে বেঙ্গালুরু ২৬ বল হাতে রেখেই লক্ষ্য ছুঁয়ে ফেলে।

দলের জয়ে সবচেয়ে বড় অবদান রাখেন বিরাট কোহলি। তিনি ৫টি ছক্কা ও ৫টি চারে অপরাজিত ৬৯ রান করে দলকে জয় এনে দেন। শেষ দিকে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে খুব সহজেই ম্যাচ শেষ করেন তিনি।

হায়দরাবাদের হয়ে শুরুতে দারুণ বোলিং করেন জ্যাকব ডাফি। আইপিএলে অভিষেক ম্যাচে ২২ রানে ৩ উইকেট নেন তিনি। ফেরান অভিষেক শর্মা, ট্রাভিস হেড ও নিতীশ কুমার রেড্ডিকে।

এরপর ব্যাট হাতে ঝড় তোলেন ইশান কিষান। নেতৃত্বের অভিষেকে তিনি ৩৮ বলে ৮০ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। এছাড়া হাইনরিখ ক্লাসেন করেন ৩১ রান এবং শেষ দিকে অনিকেত ভার্মা ১৮ বলে ৪৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

রান তাড়ায় শুরুতেই উইকেট হারালেও দেবদত্ত পাডিক্কাল ও কোহলির জুটি ম্যাচ ঘুরিয়ে দেয়। তারা ১০১ রানের জুটি গড়েন। পাডিক্কাল ২৬ বলে ৬১ রান করেন।

অধিনায়ক রজত পাতিদার দ্রুত ৩১ রান যোগ করেন। শেষ পর্যন্ত টিম ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে সহজেই জয় নিশ্চিত করেন কোহলি।

পিএসজির বিপক্ষে ভরাডুবির পর চেলসি ছাড়ার ইঙ্গিত এনজো ফার্নান্দেজের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্যারিস সেন্ট জার্মেইর কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে চেলসি বিদায় নিয়েছে চেলসি। এরপরই চেলসিতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহের মধ্যে পড়েছেন আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার এনজো ফার্নান্দেজ। আগামী মৌসুমে চেলসিতে থাকবেন কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

ঘরের মাঠ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে পিএসজির কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে চেলসি। এর আগে প্রথম লেগেও তারা ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছিল। দুই লেগ মিলিয়ে ৮-২ ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেছে দ্য ব্লুজরা।

ম্যাচের পর ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে চেলসিতে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন ২৫ বছর বয়সী এনজো। তিনি চেলসিতে থাকবেন কিনা, সাংবাদিকের এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি জানি না। লিগের আর ৮টি ম্যাচ এবং এফএ কাপ বাকি আছে। সামনে বিশ্বকাপ আছে, তারপর দেখা যাবে কী হয়।

এনজোর মতে, পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথম লেগের শেষ ১৫ মিনিটে মনোযোগ হারিয়ে ৩টি গোল হজম করেন তারা। আর এবার ম্যাচের শুরুতেই গোল হজম করে সব এলোমেলো হয়ে গেছে। তার মতে, পিএসজি যোগ্য দল হিসেবেই পরের রাউন্ডে গেছে।

রিস জেমসের অনুপস্থিতিতে চেলসির অধিনায়ক হিসেবে এখন এফএ কাপ জয় এবং আগামী মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে জায়গা করে নেওয়ার দিকেই মনোযোগ দিতে চান এনজো।

হ্যালান্ডের ইনজুরি নিয়ে যা জানালেন গার্দিওলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায় নিলেও খানিকটা স্বস্তির খবর পেল ম্যানচেস্টার সিটি। ইনজুরি শঙ্কায় তাকে ম্যাচের মাঝপথে তুলেও নেওয়া হয়। তবে, তার ইনজুরির শঙ্কা ইতোমধ্যেই কেটে গেছে। নরওয়ের এই তারকার ইনজুরির শঙ্কা নেই বলে নিশ্চিত করেছেন সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা।

রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে হারের পর ম্যাচ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে পেপ গার্দিওলা বলেন, হ্যালান্ডের কোনো ইনজুরি নেই। আর্সেনালের বিপক্ষে কাপ ফাইনালে তাকে পাওয়া যাবে।

এই মৌসুমে বেশ কঠিন সময় পার করছে ম্যানচেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগে নটিংহাম ফরেস্ট এবং ওয়েস্ট হ্যামের কাছে পয়েন্ট হারিয়ে তারা আর্সেনালের চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় ওয়েম্বলিতে শিরোপা জেতার জন্য হ্যালান্ডের উপস্থিতি সিটির জন্য অপরিহার্য।

ম্যাচ চলাকালীন সময়ে হ্যালান্ডকে তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন সাবেক ইউনাইটেড তারকা ওয়েইন রুনি। যদিও শেষ ১৭ ম্যাচে হালান্ড গোল করেছেন মাত্র ৪টি। কিন্তু রিয়ালের বিপক্ষে ৪১ মিনিটে গোল করেছিলেন তিনি এবং তার পাঁচটি শট অন টার্গেটে ছিল। রুনি মনে করেন, সিটির উচিত ছিল হ্যালান্ডকে মাঠে রেখে দ্বিতীয় গোলের চেষ্টা করা।

রুনির মতে, পেপ এবং হ্যালান্ড হয়তো ধরে নিয়েছিলেন ম্যাচটি হাতছাড়া হয়ে গেছে, তাই বিশ্রামের জন্য তিনি মাঠ ছেড়েছেন।

হ্যালান্ডের বদলে ওমর মারমুশ মাঠে নামলেও সিটির ভাগ্য বদলায়নি। উল্টো ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শেষ মুহূর্তের স্ট্রাইকে বড় পরাজয় নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের।

চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে বিদায়ের পর সিটির সামনে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর একমাত্র পথ কারাবাও কাপের ফাইনাল। লিগ টেবিলের শীর্ষে থাকা মিকেল আর্তেতার আর্সেনালকে হারিয়ে মৌসুমের প্রথম ট্রফিটি নিজেদের করতে চায় গার্দিওলার দল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR